মুক্তি-পথে

[স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত শিশু-নাটক]

'উৎসব' প্রণেতা

শ্রীগোপীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

সুকবি শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু কর্ত্তৃক
গানগুলি রচিত

মাঘ, ১৩৫২

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দাম আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ কয়োড়ী,
"কয়োড়ী প্রেস"
৩নং, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

আজকাল বাঙ্গলা দেশের স্কুল-কলেজে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ের বিশেষ প্রসার দেখা যাইতেছে। বালকগণের জড়তা ও সঙ্কোচ অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের উন্নতির অন্তরায়।

এই নাটিকাখানি স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ন্যায় জাঁকাল বেশ-ভূষার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহার বিষয়-বস্তুও অতি সাধারণ। অর্থনীতির দিক দিয়া বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যর্থতা ও তাহার সমাধানের কিঞ্চিৎ আভাস এই নাটিকায় স্থান পাইয়াছে। ইতি—

শ্রীগোপীপদ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয়

প্রকাশ বাবু	...	শিক্ষিত ব্যবসায়ী।
নীহার ভট্টাচার্য্য	...	বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের এম-এ উপাধিধারী যুবক।
বিপিন	...	ভাষা-সংস্কারক।
সরোজ	...	দার্শনিক।
দিলীপ	...	কবি।
নগেন্দ্র	...	সুগার কোম্পানীর দালাল।
কল্যাণকুমার	..	বীমা-কোম্পানীর দালাল।

'জাতীয় কল্যাণ' বিদ্যালয়ের সভ্যগণ ও উহার প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রগণ। স্বেচ্ছাসেবকগণ। দাঁতের মাজন বিক্রেতা "আস্‌লী কোম্পানী"র দালাল, হাটের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ, 'কৃষ্টি-সাধন সমিতি'র সভ্যগণ। জনৈক অন্ধ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

—০—

মুক্তি-পথে

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাতঃকাল

প্রকাশ বসুর বৈঠকখানা।

[প্রকাশ বসু একমনে একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছেন এমন সময় একরাশ কাগজপত্র লইয়া সরকার মশায়ের প্রবেশ।]

প্রকাশ—মোট কতখানা দরখাস্ত এসেছে, সরকার মশায় ?

সরকার—আজ্ঞে, তা প্রায় শ' চারেক হবে।

প্রকাশ—কি রকম বুঝছেন ? কি কি ধরণের লোকের দরখাস্ত আছে ?

সরকার—এদের মধ্যে এম-এ, বি-এ, অনেকেই আছেন। তবে ম্যাট্রিক পাশই বেশী।

প্রকাশ—এম-এ, বি-এ, আমার কোন দরকার নেই। এদের ভিতর থেকে বেছে ৪।৫ জন ম্যাট্রিক ঠিক করুন। বয়স কুড়ি কিংবা একুশের বেশী যেন না হয়। আফিসের কাজে কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল হয়। তবে ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ হওয়া চাই-ই।

সরকার—আজ্ঞে, একজন এম-এ, পাশ ভদ্দর লোক বাইরে দাঁড়িয়ে

আছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় এই কাজের জন্যই।

প্রকাশ—তাই নাকি ? আচ্ছা তাঁকে ডাকুন। যা' বলবার আমি বল্‌ছি। মার্চ্চেণ্ট অফিসে এম-এ, বি-এ, পাশ করা কেরাণীর কি দরকার ?

[সরকার মশায়ের প্রস্থান ; ও একজন যুবককে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।]

যুবক—নমস্কার !

প্রকাশ—নমস্কার !

প্রকাশ—আপনার নাম ?

যুবক—আজ্ঞে আমার নাম নীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য্য। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি বড়, দুঃস্থ। এম্‌-এ. পাশ করে বসে আছি। আমাকে যদি দয়া করে আপনার অফিসে একটা কাজ দেন—

প্রকাশ—দেখুন, আমাদের সামান্য কারবার। এতে ম্যাট্রিক পাশ হলেই যথেষ্ট। তারপর আপনাদের মত অত বেশী লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক যদি এই সামান্য চাকুরির দিকে ঝোঁকেন তবে যাঁরা সামান্য লেখাপড়া শিখেছেন তাঁদের উপায়টা কি হবে, বলুন ? সে দিকটাও বিবেচনা করবেন ত ?

যুবক—আপনার কথায় প্রতিবাদ করতে আমি চাই না। তবুও বলি যোগ্যতার দিক দিয়ে হয় ত—

প্রকাশ—দেখুন, আমাদের এই সওদাগরী অফিসের কাজ—এ হাতীও না, ঘোড়াও না,—বাঁধা-ধরা কাজ। দিন কতক করলেই যাঁরই একটু সাধারণ জ্ঞান আছে, তিনিই এ কাজ বেশ চালিয়ে নিতে পারবেন।

যুবক—আপনার কথা আমি খুব মানি। তবুও যদি পারেন, একটু দেখবেন। এইটুকু আমার অনুরোধ। তবে আসি, নমস্কার!

[যুবক ও সরকার মশায় প্রস্থান করিলেন। অপর দিক হইতে বিপিন বাবু, দিলীপ বাবু ও সরোজ বাবুর প্রবেশ]

প্রকাশ—আরে এই যে এসো এসো ভায়ারা! হ্যাঁ, তারপর তোমাদের সেই ব্যাপারটা গড়ালো কত দূর? বলি, দেশ উদ্ধারের আর দেরী কত?

বিপিন—এ দেশের উদ্ধার অসম্ভব। দেশের শতকরা ৯৯টি লোকই চলছে বেচালে, সম্পূর্ণ বিপথে। ঘোর কলি ভাই, ঘোর কলি। এ দেশের উদ্ধার করতে হলে সর্ব্বাগ্রে কি প্রয়োজন জান? ভাষা, ভাষার সংস্কার। ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে। জাতি যে দিন সুন্দর করে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ হবে, সেই দিনই হবে তার উত্থান। তা যাক, তোমার কারবারের অবস্থা তো ভালোই মনে হচ্ছে, নতুন লোক রাখবে বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছ দেখ্‌লাম।

প্রকাশ—তোমাদের শুভেচ্ছায় এক রকম ভালই বলতে হবে বৈ কি। জান ত সামান্য পুঁজি নিয়ে একাই এ কারবারটা আরম্ভ করেছিলাম—

বিপিন—এই তো তোমাদের দোষ। স্পষ্ট করে কোনো কথা বলবার সাহস বা ক্ষমতা তোমাদের নেই। এ হচ্ছে ভাষাকে জবাই করা। 'একরকম', 'প্রায়'—এই সব হেঁয়ালী ভরা অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে বলেই ত বাঙালী আজ এত দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষার চাই দৃঢ়তা, চাই স্পষ্টতা—না হলে ভাষায় জোর আসবে কোন্ চুলো থেকে? জাতিও গোল্লায় যাবে নাতো কোথায় যাবে?

প্রকাশ—তা' হলে আমাকে কি বলতে হবে ?

বিপিন—যদি ইংরাজীতে বলতে চাও তবে তোমার কারবারটা 50 p. c. ভাল, না 75 p. c. ভাল, তাই হিসেব করে বলবে; আর বাংলায় বলতে হলে বলবে—ছয় আনা ভাল, দশ আনা ভাল, বারো আনা ভাল—না ষোল আনাই ভাল। তবেই ত ভাবটা স্পষ্ট হবে!

[চাকর ট্রে সাজাইয়া চা লইয়া আসিল]

প্রকাশ—সাবাস্ ভাই সাবাস্! বলিহারী তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কের, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে থাকতে পারছি না ভাই! তা যাক্, চা টা যে জুড়িয়ে গেল। গলাটা ভিজিয়ে নাও। নইলে ভাষা গলা দিয়ে স্পষ্ট হয়ে বেরুবে কি করে ?

দিলীপ—(চা পান করিতে করিতে) চায়ের স্বাদটা ত বড় সুন্দর হয়েছে! যাই-ই বল প্রকাশ ভায়া, যে দিন দেশের লোক এই বৈষ্ণব কবিদের বুঝতে পারবে, সেই দিনই আমাদের সাহিত্য-সাধনা সম্পূর্ণ হবে। দেশেরও এক নূতন সভ্যতা গড়ে উঠবে। জাতির জাগরণ সেই দিনই আসবে। "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" নয়—

"বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নর-নারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথা সাধ্য যে যাহার।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা-দীপ্ত কল্পনায় বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসকে কি ভাবে উপলব্ধি করেছেন একবার দেখ।

প্রকাশ—সত্যিই ত বাঙ্গালী আজ যতটুকু বড় হয়েছে, সে ত তোমাদের মত ঐ বাব্‌রিওয়ালা কবিদেরই কৃপায়!

"বাঙ্গালী আজি গানের রাজা
বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব"

সরোজ—ভুলে যাচ্ছ প্রকাশ, তুমি সেই প্রাচীনের আদর্শ সেই তপোবনের আদর্শ। ভারতের মুক্তি হয়েছিল একদিন; কিন্তু সে গানে নয়—দর্শন,—দর্শনই ভারতকে মুক্ত করেছিল। আবার মনে রাখবে,—ভারত আবার কোন দিন যদি স্বাধীন হয়, তবে সে দর্শনেরই জন্যে হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

দিলীপ—মূল ছেড়ে আগা ধরে টানলে কিছুই হবে না, সরোজ ভায়া! মুক্তির আদিমন্ত্র নৃত্য আর গীত। এরা বাস্তবকে ভুলিয়ে এক সুদূর কল্পনা-রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ তা বুঝতে পেরেছে। ঐ দেখ, তাই আজ নৃত্য-গীত-মুখরা সুন্দরী কলিকাতা নগরী শত শত রস-পিপাসুকে নিত্য নূতন রসের পরিবেশন করছে। আর মুক্তিকামী লক্ষ লক্ষ নর-নারী সেই রস আকণ্ঠ পান করে কৃতার্থ হচ্ছে।

"ধরণীর শ্যাম করপুট খানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী,
মধুর অর্থ ভরা।"

প্রকাশ—থাম, থাম! ক্ষেত্রবিশেষে পাগলামি করা চলে, সব জায়গায় নয়। কবির ন্যাকামি আর দার্শনিকের ভণ্ডামির জ্বালায় দেশ অস্থির।

সরোজ—যতদিন এই বাস্তব জগতে থাকবে, ততদিন এই অস্থিরতার হাত এড়াতে পারবে না। তারপর একদিন দেখবে, জগতের সমস্ত দুর হয়ে গেছে এই দর্শনের মহিমায়। ব্যস্!

বিপিন—ভাষা-জ্ঞান যাদের নেই, তাদের আবার দর্শন, বিজ্ঞান আর কবিতা? স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীর এই দীনতা বুঝতে পেরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথিবীর নানা দেশের ভাষা শিক্ষাদানের এক বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তাই সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়—ফরাসী, জার্ম্মানী, লাটিন, টামিল, টেলেগু, আসামী, হিন্দী, নেপালী, গুজরাটি, মারহাটি—

প্রকাশ—বর্ব্বটি, পর্প্‌টি—রক্ষা কর বাবা! থাম থাম, খুব হয়েছে, আর কপচিও না।

[চাকরের প্রবেশ]

মধু—হুজুর, এক ভদ্দর লোক এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রকাশ—আচ্ছা, তাঁকে আসতে বল। এই করতেই ত' আছি।

[নগেন্দ্রের প্রবেশ]

নগেন্দ্র—নমস্কার। আমি "আর্য্যস্থান সুগার কোম্পানীর" শেয়ার বিক্রী করি। দেখুন, আপনারা সবাই দেখুন (কাগজ এক একখানি করিয়া বিলি করিলেন) আমাদের গরীব দেশ। একজনের পয়সায় কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবার উপায় নেই। তাই লিমিটেড্ কোম্পানীর প্রসার দরকার হয়ে পড়েছে। দেখুন এদের মূলধন ২ লক্ষ টাকা। সব বড় বড় ব্যবসাদাররা হচ্ছেন এর পৃষ্ঠপোষক।

প্রকাশ—শুধু Limited Company করলে কিছুই হবে না। নিতে হবে এর পরিচালনের ভার। তা নিতে পেরেছেন কি?

নগেন্দ্র—আমাদের কোম্পানীর পরিচালক হচ্ছেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী Messrs D. K. Agarwalla & Co.

প্রকাশ—ঠিকই ত; বিদেশী না হলে কি বাংলা দেশের ব্যবসা চল্‌তে পারে?

নগেন্দ্র—হাঁ, আপনি যা ধরেছেন তা ঠিক। কিন্তু বাংলা দেশে সে রকম টাকা খাটাবার মত লোক কই? টাকা কার ঘরে আছে?

প্রকাশ—তাই ত বলছি টাকা নাই বলেই ত বাঙ্গালী তার সমস্ত ব্যবসা বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে, নিজেরা কেরাণী হয়ে, না হয় শেয়ারের দালালিগিরি করে, কেমন?

দাস্য সুখে হাস্য মুখ
বিনীত যোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর।

কেমন কবি ভায়া, ঠিক ত?

দিলীপ—ঠিক বলেছ, প্রকাশ! আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

সরোজ—যেখানে শুধু টাকা-পয়সার চুল-চেরা হিসাব, সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয়ঃ।

বিপিন—বাস্তবিক ভাই, এ একেবারে ডাহা অপমান! যেন বেঁধে ধরে জুতো মারা! আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা উচিত নয়।

নগেন্দ্র—ছিঃ ছিঃ, আপনারা যাবেন কেন? আমিই যাচ্ছি।

অনুগ্রহ করে আপনারা একটা করে কোম্পানীর শেয়ার কিনুন। সত্যিই বলছি, এটা মস্ত একটা লাভের ব্যবসা।

প্রকাশ—লাভ করবে কে? আপনি না Mr. D. K. Agarwalla? যান্ যান্ সরে পড়ুন। আপনাকে সাহায্য করব, না হাতী করব।

নগেন্দ্র—আচ্ছা, নমস্কার। এখন নিলেন না বটে, কিন্তু পরে নিশ্চয়ই পস্তাবেন! (প্রস্থান)

বিপিন—লোকটার কি স্পর্দ্ধা! মুখের উপর শাসিয়ে গেল!

সরোজ—এক মিথ্যা জড়বাদী দালাল দর্শনকে অপমান করে গেল!

দিলীপ—ওর শাসন করবার কি অধিকার আছে? "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।" ওর শাসন কে মানে? চল আমরা এখনই যাই। গুড়ের দালালের এতদূর সাহস! (প্রস্থান)

সরোজ—এতদূর স্পর্দ্ধা! (প্রস্থান)

বিপিন—ওকে ষোল আনা শাস্তি দিতে হবে। চল্লাম ভাই প্রকাশ, মনে কিছু করো না। (প্রস্থান)

প্রকাশ—[স্বগতঃ] কিছুই মনে করছি না, বাবা। বেশ যাও। কি কুক্ষণেই রাতটা পুইয়েছে! [প্রকাশ্যে] নিমু, আয় ত একটু গান গা, শুনি।

[নির্ম্মলেন্দুর প্রবেশ এবং গান]

গান

প্রভাত-আলোয় উজল বেশে
আস্‌লে তুমি কোন্ অতিথি,—
তোমার মদির পরশ পেয়ে
অন্তরে মোর জাগছে গীতি।

আকাশ, বাতাস আজ্‌কে কেন,
অধীর হয়ে উঠছে হেন ?—
মনের কোণে আস্‌ছে ভেসে
অতীত দিনের মধুর স্মৃতি।
অরুণ-আলোয় তোমার হাসি
পড়ছে ঝরে রাশি রাশি,—
সেই হাসিতে দূর হয়ে যায়—
প্রাণের যত গোপন ভীতি।

নির্ম্মল—এবারে চল কাকা, ভিতরে যাই। আমাকে একটু পড়িয়ে দেবে। ওবেলা আমাদের ব্রতচারীর নাচ-গান হবে। তুমি যাবে কাকা বাবু ?

প্রকাশ—চল, নিশ্চয়ই যাবো। চল, এখন বাড়ীর ভিতরে যাই। বড্ড বেলা হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কুল-প্রাঙ্গণ

(বালকদিগের নৃত্য ও গীত)

সনৃত্য সঙ্গীত

(সকলে)

আমরা সবাই বীর—
উন্নত তাই শির।
বিপদ মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ি,
বাঘের ঝুঁটি জাপ্‌টে ধরি,

ঝড় তুফানে ভয় করি নে,
হই না রে অস্থির।
আমরা সবাই বীর।

পথের কাঁটা হেলায় দলি,
সকল বাধা ডিঙিয়ে চলি,

যেথায় দেখি পরের বিপদ
সেথায় করি ভীড়;
আমরা সবাই বীর।

সত্য যাহা আঁকড়ে থাকি,
চাই না যেটা—মিথ্যা, ফাঁকি;

যেথায় ন্যায়ের নিশান ওড়ে
সেথায় বাঁধি নীড়;
আমরা সবাই বীর।

নতুন মানুষ আমরা গড়ি,
ভণ্ডামি দূর আমরা করি,

আমরা রচি নতুন আলোয়
আনন্দ-মন্দির।
আমরা সবাই বীর।

———

তৃতীয় দৃশ্য

[সরোজের বৈঠকখানা]

কাল—অপরাহ্ন।

[সরোজ, বিপিন, দিলীপ]

সরোজ—এ অপমান কিছুতেই সহ্য করা যায় না। একটা গুড়ের দালাল দর্শনকে অপমান করল, ভাষাকে অপমান করল, কবিতাকে অপমান করল! এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। যত দালাল, পাটোয়ার, বেনে—এরাই হোলো সত্য! কিছুতেই নয়। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা।

বিপিন—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। এসো আমরা এই বাটপাড়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

দিলীপ—ঐ আমি দিব্য চক্ষুতে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঐ—ঐ ভারতের জাতীয় সভ্যতার মন্দির ভাঙ্‌তে আরম্ভ করেছে। এক্ষুণি হয় ত মড়্‌মড়্‌ করে ভেঙে পড়বে। আর না, চণ্ডীদাস, এস, এস, তোমার ঐ নয়ন ভুলান মূর্ত্তি নিয়ে—এক প্রবল ভাবের বন্যায় বাঙ্গালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর আবিলতা ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

সরোজ—তা' হলে উদ্দেশ্য যখন আমাদের সকলেরই এক, তখন এস, আমরা এক নতুন সমাজের সৃষ্টি করি। আমাদের সমিতির নাম হোক্ "বঙ্গীয় কৃষ্টি সাধন সমিতি।" উদ্দেশ্য, এই জড়বাদীদেব বিরুদ্ধে লড়াই। এই সমগ্র জড় জগৎটাকে ধ্বংস করতে হবে।

[কল্যাণকুমারের প্রবেশ]

কল্যাণ—তা কখনই পারবেন না। এই লোহা-লক্কড়ের যুগে জড়-

জগৎকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। এ যুগ হচ্ছে শক্তি-পরীক্ষার যুগ। যে বীর, যে শক্তিশালী, সেই টিকে থাকবে এ যুগে। যদি শক্ত হয়ে, যোগ্যতম হয়ে বেঁচে থাকতে চান তবে—

সরোজ—তোমার আবার মতলবখানা কি?

কল্যাণ—আমার মতলব অতি মহৎ। আপনি কি জানেন না এমন একদিন আসবে, যেদিন মানুষকে জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এসে গ্রাস করবে? সেদিন অতি নিশ্চিত, অতি ধ্রুব। এদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে—

সরোজ—সোজা উপায় হচ্ছে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করা। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য এঁদেরই আদর্শকে অনুসরণ করা।

কল্যাণ—দেখুন, সরোজ বাবু, অনেক ভেবে চিন্তেই বাপ, মা আমার নাম রেখেছিলেন কল্যাণকুমার! তাই আমি ঘরে ঘরে ফিরি কল্যাণের বার্ত্তা নিয়ে; দুঃস্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে উদাত্ত কণ্ঠে বলে বেড়াই, বাঙ্গালীর এই দুঃখ-দৈন্যের একমাত্র প্রতিকার জীবন-বীমায়।

দিলীপ—ভ্যালা বিপদ দেখ্‌ছি! এক গুড়ের দালালের জ্বালায় অস্থির, আবার এসে জুটল জীবন-বীমার দালাল। ষড়যন্ত্র, ভীষণ ষড়যন্ত্র! বেঁচে থাকো বিদ্যাপতি, বেঁচে থাকো চণ্ডীদাস!

[প্রকাশ বাবুর প্রবেশ]

প্রকাশ—এই যে সকলেই হাজির দেখছি। কবি ভায়ার খবর কি? বিদ্যাপতির চর্চ্চা হচ্ছে—না চণ্ডী ঠাকুরের?

দিলীপ—দ্যাখো প্রকাশ, ভগবান্ তোমার ঐ দেহখানাকে তৈরী করেছেন কতকগুলো শুকনো হাড় দিয়ে। ওতে মেদ নাই, মাংস

নাই। মাত্র নীরস দেহখানা পড়ে আছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির নামে তুমি নাসিকা কুঞ্চন কর। ঐ দেখ নবীন ভারত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে সোনার সিংহাসনে বসিয়েছে। ঐ দেখ—

"নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল॥"

নীরস, শুষ্ক তুমি, এই মধুর পদাবলীর ভাবাবেগ তোমার ভাল লাগবে কেন?

এস, আমাদের এই 'কৃষ্টি-সাধন সমিতি'র সভ্য হয়ে ভারতের লুপ্ত কৃষ্টি, লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার কর।

প্রকাশ—রক্ষা কর বাবা! তোমাদের ঐ সৎকার-সমিতির সভ্য হয়ে এত তাড়াতাড়ি পটল তুলতে আমি মোটেই রাজি নই।

দিলীপ—আচ্ছা, না হয় দিন কতক পরেই হয়ো। চল আজ সন্ধ্যায় চিত্রায় "চণ্ডীদাস" দেখে আসি।

কল্যাণ—যে বাঙ্গালীকে একটি পয়সা রোজগার করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা কি তার পক্ষে মহা পাপের কাজ না? জীবন-বীমা! বাঙ্গালীর মুক্তির যদি কোন পথ থাকে, তবে সে জীবন-বীমা। আসুন, এই লোহা-লক্কড়ের যুগে, জীবন-সংগ্রামের প্রবল প্রতিযোগিতার যুগে যদি বাঁচতে চান, তবে দর্শন ছাড়ুন, কবিতা নদীর জলে ভাসিয়ে দিন, Cinema ঘরগুলিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করুন।

প্রকাশ—(স্বগতঃ) দুনিয়াটা বেশ কিন্তু চলছে! (প্রকাশ্যে) ভায়া সরোজ, যদি বাঁচতে চাও তবে দালালটাকে সরিয়ে দাও। নইলে কিন্তু এখুনি নিজের কাজ হাঁসিল করে খাতা-পত্রে নাম সই করিয়ে নেবে। ভারি চালাক এই দালালের দল!

কল্যাণ—দেখুন সরোজ বাবু, আমাদের এই নতুন নিয়মটা। বেঁচে থেকেও লাভ, আর মৃত্যু-অন্তে ত কথাই নেই!

প্রকাশ—(স্বগতঃ) তাত হতেই হবে। এ যে বিদেশী কোম্পানী, দেশী কোম্পানীগুলো যে সব পুড়ে গিয়েছে।

দিলীপ— "আওল ঋতুপতি—রাজ বসন্ত।
ধায়ল অলিকুল মাধবী পন্থ
† † † † † † † †
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ।"

অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব, চমৎকার! শুন্‌লে সরোজ, ঋতুরাজ বসন্তের কি সুন্দর বর্ণনা!

কল্যাণ—কোম্পানীর এই নতুন নিয়মটা বেশ করে ধীর হয়ে চিন্তা করে দেখুন। ১০০০৲টাকা দেবেন। আর পাবেন ২৫০০৲ টাকা। এখনও সময় আছে। বয়স গেলে আর হবে না।

দিলীপ—শোনো আর একখানা মহাজন পদাবলী,—রসে একেবারে টইটুম্বুর—।

"(আজি) কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

রমেশ দত্ত মহাশয় এর ইংরাজী তর্জ্জমা পর্য্যন্ত করেছেন।

সরোজ—আমাকে বাঁচাও ভাই প্রকাশ! এদের নিয়ে আমি আবার 'কৃষ্টি-সাধন সমিতি' গড়তে চলেছি!

দিলীপ—[সরোজের দিকে অগ্রসর হইয়া জনান্তিকে] আমাকে ভুল বুঝো না ভায়া। তোমার মন যাতে ওই জড়-বাদী জীবন-বীমার

দালালের কথায় না টলে সেই জন্যেই আমি কবিতা-রস সেচন করে একে শক্ত করে দিচ্ছি। মনে থাকে যেন আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। লোহা-লক্কড়ের বিরুদ্ধে এ আমাদের কঠোর যুদ্ধ। আজ আমাদের জীবনমরণ সমস্যা।

সরোজ—সাবাস কবি, সাবাস! তাই ত বলি, তুমি কি আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পার? দালাল মহাপ্রভু, এখন আপনি আসুন। আমাদের একটু কাজ আছে।

কল্যাণ—আচ্ছা আর একবার আসবো। [প্রস্থান]

প্রকাশ—আচ্ছা আমিও আসি। সন্ধ্যাও হয়ে এল।

[প্রস্থানোদ্যত]

সরোজ—তা' হলে চল। আমরাও এইখানে শেষ করি। আমাদের প্রস্তাব ঠিক ত?

দিলীপ—নিশ্চয়! নিশ্চয়!! তবে আমাদের 'কৃষ্টি-সাধন সমিতির' প্রথম নম্বর জয় কিন্তু এই আজই হল।

সরোজ—নিশ্চয়ই। বীমার দালাল আর ফিরছে না।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজপথ]

[এক দল স্বেচ্ছাসেবক পথে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। পথিকেরা ঝুলিতে পয়সা, কাপড় ইত্যাদি দিতেছে।]

গান

বন্যা-জলে দেশ ভেসেছে
সবাই কর ভিক্ষা দান।
অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে,
দুর্গতদের বাঁচাও প্রাণ।
ক্ষুধার জ্বালায় মায়ের কোলে—
অবোধ শিশু পড়ছে ঢ'লে—
মা-বোনেরা বস্ত্র-হারা,—
রাখতে নারে লজ্জা-মান।
গৃহস্থেরা গৃহ-হারা
ঝরছে চোখে জলের ধারা,
মরছে সবাই অনাহারে,—
দেশ জুড়ে আজ হয় শ্মশান।

[দূর হইতে প্রকাশ স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিলেন]

প্রকাশ—এই যে জোচ্চোরের দল এদিকে আস্‌ছে। এরা ভিক্ষে করেই ভারতের মুক্তি আনতে চায়। একটা হুজুগ উঠেছে কি অমনি হারমোনিয়াম্‌ ঘাড়ে করে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের এও একটি মন্দ উপায় নয়। যাক, আমাদের ভাষা সংস্কারক বিপিন ভায়া এই দিকেই আস্‌ছে। এইবার বেজায় রগড় বাধবে। জোর মজা হবে কিন্তু!

১ম স্বেচ্ছাসেবক—মশায় নমস্কার, আমরা কিছু ভিক্ষে চাই।

বিপিন—কি? ভাষা ঠিক করে বল, কি চাও।

২য় স্বেচ্ছাসেবক—আমরা কিছু ভিক্ষে চাই।

বিপিন—কিছু কি? স্পষ্ট করে বল।

৩য় স্বেচ্ছাসেবক—আমরা এই সামান্য কিছু ভিক্ষে চাই।

বিপিন—না, না—ষোল আনা স্পষ্ট করে বল।

১ম স্বে—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি কি জানেন না যে আসামে ভীষণ জল-প্লাবন হয়েছে?

বিপিন—ভীষণ বললে হবে না। শতকরা কতখানি ভীষণ? ঠিক করে বল।

২য় স্বে—অতি ভীষণ।

বিপিন—তোমার মুণ্ডু, 'অতি ভীষণ' বল্লে কোনো অর্থ হয় না। ঠিক করে বল,—হিসেবে ভুল কোরো না।

১ম স্বে—সেখানকার লোকেদের কিছুই খাবার-সংস্থান নেই। তাদের সব জলে ভেসে গিয়েছে।

বিপিন—উহু, এখনো স্পষ্ট করে কিছু বলা হোল না।

প্রকাশ—(নেপথ্যে) শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছ বাবা।

৩য় স্বে—চল হে, চল। লোকটা বদ্ধ পাগল। কিছু দেবে না তাই বল্লেই ত হয়! অত কথায় কাজ কি? (বিপিনের প্রতি) যান্ মশায়, যান। চাইনে আপনার কাছে কিছু।

বিপিন—মূর্খ, মূর্খ, শতকরা একশোটা লোকই নির্ব্বোধ। ভাষায়

যাদের শতকরা একভাগও দখল নেই, তারা আনবে দেশের মুক্তি? হায়রে পোড়া কপাল!

[প্রকাশের প্রবেশ]

প্রকাশ—ধন্য ভাষাবিদ্ বিপিন! বেটাছেলে বটে তুমি। কেমন খাসা ন্যাকা সেজে এই গুণ্ডাগুলোর হাত থেকে দেশের লোকে না পাক, তুমি ত মুক্তি পেলে! তোমাদের 'কৃষ্টি-সাধন সমিতি'র এই হ'ল দ্বিতীয় নম্বরের জয়, তাই ত?

বিপিন—যাদের ভাষাজ্ঞান মোটেই নাই, তাদের সঙ্গে কি ষোল আনা ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলা যায়? তাই প্রথমেই চাই ভাষার সংস্কার।

প্রকাশ—কোথায় যাচ্ছ এখন Mr. ভাষা-সংস্কারক?

বিপিন—যাচ্ছি, আমাদের সমিতির পক্ষে বক্তৃতা দিতে।

প্রকাশ—বেশ ত! চল, আমিও যাই।

[পথে জনৈক অন্ধ তাহাদের গতিরোধ করিল]

অন্ধ—গরীব অন্ধটাকে একটা পয়সা দাও না বাবা! ভগবান্ তোমাদের ভাল করবেন।

বিপিন—ঠিক,—ঠিক বলেছে। এই অসভ্য মূর্খ ভিখারীটির যে ভাষা-জ্ঞান আছে, ঐ সভ্য ভদ্রবেশী স্বেচ্ছাসেবকদের সেটুকু জ্ঞানও নাই। এ একটা পয়সা মাত্র চায়, দু'টো নয়, তিনটে নয়।

প্রকাশ—(স্বগতঃ) সেই জন্যেই ত এর ভাষা-জ্ঞান আছে! বেশী চাইলে নিশ্চয়ই এরও ঐ স্বেচ্ছাসেবকদের মত অবস্থা হত। (প্রকাশ্যে) ভাষা-জ্ঞান বেশ ভালই আছে, কিন্তু আর একটা দিক যে এর মোটেই নেই। এযে শতকরা কতখানি অন্ধ, তা ঠিক করতে পেরেছ?

(অন্ধের দিকে তাকাইয়া) বাঃ, ইনি যে আবার একটু মিট মিট করে তাকাচ্ছেন! আবার পুট্ পুট্ করে একটু হাসিও হচ্ছে। মারব বেটার কাণ টেনে থাপ্পড়! বদমাইসি করার আর জায়গা পাওনি?

বিপিন—আহা কর কি, কর কি? ও যে ভাষায় কিছু ভুল করে নি। ষোল আনাই শুদ্ধ করে বলেছে।

প্রকাশ—দুষ্টু লোকদের একটা স্বভাব দেখবে, তারা কথায় খুব দুরন্ত। কেমন বলা হচ্ছে "গরীব অন্ধটিকে একটা পয়সা দাও না বাবা!" বাপু, তোর যে অন্ধত্ব কোন্ খানে, তা ত কিছুই টের পেলাম না। কলকেতার রাস্তায় এই রকম ডাগর ডাগর চোখওয়ালা অন্ধ যে কত, তার কি ইয়ত্তা আছে?

অন্ধ—(চোখ খুলিয়া) বাবু, ভিক্ষে দেবে না তো তাই বল। অত গালাগালি পাড়চ কেন? তোমার মত একজন আমাকে না দিলে কি হয়? এই দেখ আমার আজকের রোজগার এক টাকা বারো আনা তিন পয়সা। বি-এ, পাশ করে কত রোজগার করতে পার? [পলায়ন]

[যাইবার সময় বিপিনের বুক-পকেট হইতে টাকা সহ রুমাল লইয়া পলায়ন]

বিপিন—কিন্তু যাই বল না কেন প্রকাশ বাবু, এর টন্‌টনে ভাষা-জ্ঞান আছে। কথার মধ্যে জড়তা কিংবা অস্পষ্টতা-দোষ নাই। ষোলো আনাই পরিষ্কার। বিশুদ্ধ ভাষা।

প্রকাশ—রেখে দাও তোমার ভাষা! দেশের লোক এক দিকে মুক্তি খুঁজছে, আর এক দিকে তারা এই সব চোর-ডাকাতের প্রশ্রয় দিচ্ছে। এদের ধরে একে একে জেলে দেওয়া উচিত। যে জাতির আত্মসম্মান-জ্ঞান নেই, তারা আবার চায় মুক্তি!

বিপিন—(বুক-পকেটে হাত দিয়া) য়্যাঁ, আমার রুমাল! এতে টাকা ছিল যে! তবে কি ঐ— [বিস্ময়ের ভাব]

প্রকাশ—আ-হা-হাঃ বল কি! ওর যে কথার মধ্যে কোনো রকম জড়তা বা অস্পষ্টতা-দোষ নাই। ষোলো আনাই পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ভাষা। গেলেই বা তোমার কয়েকটা টাকা, একটা খাঁটি লোকের দেখাতো পেলে ভায়া! এটাই তো পরম লাভ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বঙ্গীয় কৃষ্টি-সাধন সমিতির কার্য্যালয়

[কবিতা, ভাষা ও দর্শন-বিভাগের সভ্যগণ নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে আসীন। পদ্যবিভাগের সভ্যগণ একটি পদ্য লইয়া আলোচনা করিতেছেন।]

১ম সভ্য—তবে শোন। মাইকেলের অনুকরণ করে কি সুন্দর একটা কবিতা লিখেছি!

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা!
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষু গুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ ফোড়ন দিল মহা আড়ম্বরে;

২য় সভ্য—হয়েছে, হয়েছে, আর না। ধরা পড়ে গেছ বাবা! ষোল আনাই নকল।

১ম সভ্য—কী! এ আমার মৌলিক রচনা, নকল হবে কেন?

২য় সভ্য—আলবৎ নকল। এ যে সত্যেন্দ্রনাথের অম্বল-সম্বরা কাব্য।

১ম সভ্য—চুপ, আর না। ঐ একজন ভদ্রলোক আসছেন। হয় ত আমাদের বিভাগেই আসছেন।

[নীহার বাবুর প্রবেশ]

নীহার—আমি বেকার। সাইন বোর্ড দেখে বোধ হচ্ছে এটা একটা বেশ বড় রকমেরই আফিস্। দেখি, যদি ভাগ্যে থাকে—

১ম—আসুন, আসুন। এক্ষুণি আমাদের প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্ম-কর্ত্তারা এসে পড়বেন। একটু বসুন।

নীহার—তা বেশ, আমি একটু বসি।

[উপবেশন করিলেন]

[দিলীপ, বিপিন ও সরোজ বাবুর প্রবেশ। তাঁহারা স্ব স্ব বিভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন]

দিলীপ—(নীহারকে দেখিয়া) আপনাকে নূতন দেখছি। আপনি কি আমাদের কাব্য-বিভাগে আস্তে চান?

নীহার—(স্বগতঃ) সে আবার কি? কাব্য-বিভাগটা কি?

বিপিন—তবে কি ভাষা-সংস্কার-বিভাগে আসবেন?

নীহার—আপনাদের আফিসে আর কোন্ বিভাগে চাকুরি খালি আছে,—সেটা আমার জানা দরকার।

সরোজ—এই যে, আপনি দর্শন-বিভাগে আসুন।

নীহার—(স্বগতঃ) তা মন্দ নয়। এ বিভাগের কাজ হয় ত বেশ ভালই

পারব। (প্রকাশ্যে) আমাকে এই বিভাগেই একটা কাজ দিলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

সরোজ—আসুন, আসুন। আপনি কত দূর পর্য্যন্ত পড়েছেন, তা জান্‌তে পারি কি?

নীহার—আমি Calcutta Universityর Philosophyর M. A.

সরোজ—সুন্দর হয়েছে। আমার এই দর্শন-বিভাগের সম্পূর্ণ ভার আপনাকেই দেবো। দেখুন, আজ আমাদের দেশের কি দুরবস্থা! নিজেদেরই একদিন কত দর্শন ছিল, কত বিজ্ঞান ছিল! জ্ঞান ও কর্ম্মে ভারত ছিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর সেই ভারত তার সমস্ত কৃষ্টি, সমস্ত সাধনা ভুলে গিয়ে আজ পথের ভিখারী হয়েছে। আসুন, আপনাদের মত শিক্ষিত যুবকই আবার দেশকে জাগাতে পারবে। আবার হয়ত অচিরেই দেখতে পাব ভারতের ঘরে ঘরে তপোবনের সেই পবিত্র আদর্শ।

নীহার—আমার সামান্য শক্তিতে যদি আপনার উপকার হয়, তা' হলে আমি বিশেষ আনন্দিতই হব।

সরোজ—আমার একার উপকার কি বলছেন? এ উপকার সমস্ত জাতির, সমস্ত দেশের। মানুষ যখন "আমিত্ব"কে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই সে সীমার বন্ধন ছেড়ে অসীমের উদ্দেশে যাত্রা করবে, তখনই হবে তার দিব্য জ্ঞান। আসুন, আপনার কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। চলুন, ঐ পাশের ঘরে। ঐখানেই পৃথিবীর সমস্ত দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। (পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে গমন এবং পুনরায় প্রবেশ) দেখলেন ত আলমারী? আপনার কাজ হবে ঐ সমস্ত পুস্তকগুলি রোজ একবার করে বের করা এবং রৌদ্রে সাজিয়ে দেওয়া। ঘরে আরশুলার অত্যন্ত উৎপাত। রাত্রি হ'লে

আর কথা নাই। পঙ্গপালের মত লক্ষ লক্ষ আরশুলা এসে হাজির হবে। এই দেখুন, এ অতি প্রাচীন, একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। দর্শন আর জ্যোতিষ শাস্ত্র একসঙ্গে। বইখানা পোকায় কি ভাবে নষ্ট করেছে দেখুন।

নীহার—এ ত দেখছি ২৫ বৎসর আগেকার একখানা পুরাতন পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকা। একে আপনি দর্শন শাস্ত্র বলছেন?

সরোজ—দেখুন আপনারা নব্য ধরণের graduate, দুই একখানা বিদেশী বই পড়েই আপনাদের মাথা একেবারে বিগড়িয়ে গিয়েছে। ২৫ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা এখন যে দর্শনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যাক্ এখন কাজের কথা হোক, আপনাকে তা হলে আমরা এই বিভাগের প্রথমে সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত করে নিলাম। আপনার মাসিক দেয় চাঁদা ১।০ মাত্র। অবশ্য এটা অগ্রিম দেওয়াই নিয়ম।

নীহার—(স্বগতঃ) এটা যে উল্টা চাপ দেখছি! করতে এলাম চাকরী, তা না আমাকেই টাকা দিয়ে এই "পঞ্জিকা"-সমিতির সভ্য হতে হবে? মন্দ না! (প্রকাশ্যে) আমাকে আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনার সমিতির আমি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি; কিন্তু আমি যে বেকার, অর্থহীন!

সরোজ—চাঁদা না দিলে এখানে সভ্য হওয়া যায় না। যান্ ঐ কাব্য-বিভাগে চেষ্টা দেখুন।

নীহার—(স্বগতঃ) কোন বিভাগেরই আমি আর সভ্য হচ্ছি না। তবে দেখা যাক্, এদের দৌড় কতদূর! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তবে আসি। নমস্কার! (কাব্য-বিভাগে গেলেন) মশায়, আমি বেকার—অর্থহীন।

দিলীপ—অর্থহীনের আবার কবিতার সখ কেন মশায়? এ বিভাগের চাঁদা আরো বেশী, ২॥০ টাকা। যান্, ঐ ভাষা-বিভাগে যান্।

নীহার—নমস্কার! (ভাষা-বিভাগে প্রবেশ) ভাষা সম্বন্ধে একটু জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই আমি এসেছি।

বিপিন—একটু কেন, এখানে এলে ষোলো আনা ভাষা-জ্ঞান হবে। এই দেখুন যে সমস্ত অতি প্রাচীন গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পাবেন না, আমার এখানে তা মিলবে।

[রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" খানা প্রদান করিলেন]

নীহার—একি? এ যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি! এ যে অতি আধুনিক বই!

বিপিন—তাই ত, আজ রবীন্দ্রনাথকেই আমরা গবেষণা করছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-জ্ঞান মোটেই নাই এই দেখুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

"লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।"

এর কোন্ খানে ভুল, লক্ষ্য করেছেন?

নীহার—আজ্ঞে না, আমার চোখে ত কিছু পড়ে না। এই বই লিখেই ত রবীন্দ্রনাথ "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন।

বিপিন—আপনাদের ঐ রঙীন চোখ দিয়ে এ ভুল ধরতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলেন তাঁর ঐ হেঁয়ালীপূর্ণ কবিতা লিখে। "ধবল" হলেই ত "অমল" হবে। আবার 'অমল ধবল' কি!

নীহার—ও এই ভুল?

বিপিন—আসুন, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না। ভাষার এই আবর্জ্জনা দূর করে দেশকে মুক্ত করুন। এই বিভাগের মাসিক চাঁদা মাত্র ৫৲ টাকা। তা হলে আপনার নাম তালিকাভুক্ত করি?

নীহার—আজ্ঞে, এখন না। আমি বেকার। সহায়হীন, সম্বলহীন।

বিপিন—বাজে, বাজে, ষোলো আনাই বাজে। শতকরা একশো ভাগ অপদার্থ। ঐ পথ দিয়ে সরে পড়ুন। আমার অনেক কাজ।

[নীহারের প্রস্থান]

আমাদের কৃষ্টি-সাধন সমিতির অপমান! বিনে চাঁদায় ইনি সভ্য হতে চান! একি দাতব্য চিকিৎসালয় যে যিনিই আসবেন, তিনিই অম্‌নি ঢক্ ঢক্ করে বিনে পয়সায় খানিকটা fever mixture খেয়ে যাবেন? দেখি, ঐ আবার একজন আসছেন।

দিলীপ—উনি গান গাইতে গাইতে যখন আসছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার কবিতা-বিভাগেই আসবেন। আপনারা চুপ করে থাকুন—সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য। কী সুন্দর! কী সুন্দর!! ভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি!

[জীবন-বীমার দালালের নিযুক্ত একজন লোকের একখানি বড় বিজ্ঞাপন হস্তে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

গান

গাও জীবন-বীমার গান
সন্ধ্যা সকাল, দুপুর বিকাল
আনন্দে আট্‌খান্;
গাও জীবন-বীমার গান।

জীবন থাকৃতে ও ভোলা মন,
বীমার পায়ে লওহে শরণ,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম
জীবন-বীমার দান,
গাও জীবন-বীমার গান।

জন্ম হলেই মরতে হবে,
মিথ্যা কেন চিন্তা তবে,
জীবন-বীমা থাক্‌বে বেঁচে,
যাক্‌ না তোমার প্রাণ,
গাও জীবন-বীমার গান।
ভবের পটল তুল্‌লে পরে,
বাঁচ্‌বে তোমার বংশধরে
এখন থেকে দাও যদি ভাই
আমার কথায় কান।
গাও জীবন-বীমার গান।

[গান শেষ হইলে কৃষ্টি-সাধন সমিতির সাইনবোর্ডের উপর জীবন-বীমার বিজ্ঞাপনটি আঁটিয়া দিয়া লোকটি পলায়ন করিল। জীবন-বীমার বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখা ছিল :—]

হনুলুলু কোম্পানীর

নূতন বীমা-পত্র

সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব, অদ্বিতীয়।

স্থানীয় এজেন্ট :—K. Hazra, B. A.

[বিপিন, সরোজ ও দিলীপ তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া Sign Boardএর নিকটে গিয়া তাহার উপরে জীবন-বীমার বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন।)

দিলীপ—নৃত্যগীতের অবমাননা!

সরোজ—শুধু নৃত্যগীত কেন? সমস্ত 'কৃষ্টি-সাধন সমিতি'কে অপমান করা হয়েছে। সেই জীবন-বীমার দালাল! যুদ্ধ, যুদ্ধ, নাকের উপরে এসে অপমান করে গেল!

১ম সভ্য—জড়-বাদীদের ধ্বংস হউক। বস্তু-জগৎ নিপাত যাক্‌।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ

[দূরে জাতীয় কল্যাণ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় দেখা যাইতেছে।]

নীহার— "অভাগা যে দিকে চায়
সাগর শুকিয়ে যায়।"

আজ এক বছরের উপর হ'তে চল্‌ল এই কলিকাতায় এসেছি। Government office, Merchant office, কিছুই বাদ দিইনি। এখন বাকী এই ইস্কুল মাষ্টারী! ব্যস্‌, এও যদি না হয় তবে মুটে-গিরি করব, রিক্‌শ চালাব; সেও ভাল, চাকুরি আর করবো না। ঐ ত ইস্কুল, ছেলেরা বেশ মনের আনন্দে [illegible] করছে! তারপর একদিন যখন ইস্কুল-কলেজের গণ্ডী পার হবে—[illegible] যাক্‌ ইস্কুলটাত চেনা থাক্‌ল! কাল এসে হেডমাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দিয়ে যাব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রকাশ বাবুর বাটীর বৈঠকখানা

[প্রকাশ বাবু মনঃসংযোগ পূর্ব্বক খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন এবং চা পান করিতেছিলেন ; এমন সময় জাতীয় কল্যাণ বিদ্যালয়ের সভ্যগণ—মিঃ তলাপাত্র, মিঃ হোর ও মিঃ মুখুটির প্রবেশ]

প্রকাশ—আসুন মিঃ হোর, মিঃ তলাপাত্র, এই যে মুখুটি মশায়ও এসেছেন দেখছি ! কি খবর ?

মিঃ হোর—আপনারই কাছে এসেছি একটা পরামর্শের জন্য। এই ইস্কুলটার কথা। সেদিন এক নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে তা বোধ হয় জানেন ?

প্রকাশ—হ্যাঁ, তা জানি বৈ কি ? তা হয়েছে কি ?

মিঃ তলাপাত্র—সে কথা আর বলবেন্ না মশাই। কত ভালো ভালো আবেদনকারী ছিল। একজন আবার Philosophyর M. A.ও ছিল। সবাইকে বাতিল করে কম মাইনেতে একজন মাষ্টার নিযুক্ত করা হয়েছে। শুনছি নাকি কাজ খুব ভাল হচ্ছে না। তা, আমি প্রস্তাব করি কি, একবার চলুন তাঁর কাজ-কর্ম্ম দেখে আসি।

প্রকাশ—কোন প্রয়োজন নেই মিঃ তলাপাত্র। যেমন দক্ষিণা দেবেন, পূজোও হবে তেমনিই ! যাঁদের উপর জাতিকে গড়ে তোলবার

গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের দক্ষিণার বেলায় যত কার্পণ্য। বেশ কাজ-কর্ম্ম চলছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যান। জাত এমনি গড়ে উঠবে।

মিঃ মুখুটি—শুনছি নাকি তাঁর বেতের চোটে ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ—শিক্ষা যখন অব্যবসায়ীর হাতে এসে পড়ে, তখন সে তার দীনতাকে চাপা দেবার জন্য এই অতি সহজ ও সাধারণ উপায় অবলম্বন করে। এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

মিঃ মুখুটি—তা হলে কি এ অবস্থার কোন প্রতীকার নাই?

মিঃ তলাপাত্র—তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে এক্ষুণি ঐ Philosophyর M.A. ভদ্রলোককে নিয়ে আসাই হচ্ছে একমাত্র প্রতীকার।

প্রকাশ—তাতেই বা কি হবে? তাঁকে ত ঐ দক্ষিণাই দেবেন? আর ছাই দক্ষিণা দুই টাকা বেশী দিলেই বা কি হবে? আমাদের দেশের ইস্কুলগুলোর অবস্থা আর বলবেন না। এ গুলো শিক্ষা দেবার যন্ত্র, এক একটা কারখানা। শিক্ষক মহাশয়গণ সেই বিরাট কারখানার অংশ-বিশেষ। কেমন এগারটার সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে কারখানার দরজা খোলে—মাষ্টার মশায়দের মুখ চলতে আরম্ভ হয়। চারটের সময় কল বন্ধ হয়? সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুখও বন্ধ হয়, আর ছাত্ররা দুই এক পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যে নিয়ে মহা আনন্দে বাড়ী ফেরে। পরীক্ষার সময় সেই বিদ্যার যাচাই হয়। তারপরেই মার্কা পড়ে যায়।

মিঃ মুখুটি—সে অবস্থা ত আমরা উল্টোতে পারি না। তবুও বর্ত্তমানে কি উপায় তাই স্থির করুন।

প্রকাশ—আমি কোন উপায় দেখি না। আমাদের ছেলেরা

যা শিক্ষা করে, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তার কোন মিলই দেখা যায় না। বিদ্যালয়গুলো সব এঞ্জিন। তাতে কলের পুতুল তৈরী হয়, মানুষ হয় না।

মিঃ হোর—তা হলে আমাদের আবার সেই তপোবনের আদর্শে ফিরে যেতে হবে নাকি?

প্রকাশ—না, তা নয়। বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে তপোবনের আদর্শ ত একেবারেই অচল। তবে ভুললে চলবে না যে আমরা ভারতবাসী। ভারতের আদর্শ বাদ দিয়ে যে শিক্ষা, সে শিক্ষায় আমাদের বাস্তবিক উন্নতি না হয়ে ক্রমশঃ অধোগতিই হচ্ছে। এ শিক্ষায় আমরা মানুষ হচ্ছি কই মিঃ হোর? আমাদের অন্তরে রিক্ততা, চরিত্রে দুর্ব্বলতা বেড়ে চলেছে, আর শরীরের প্রতি অণুতে অণুতে ঘুণ ধরে যাচ্ছে। এই দেশব্যাপী জড়তা ও চিন্তাহীনতার মধ্যে যিনি পথ নির্দ্দেশ করবেন, সেই মনীষী এখনও অনাগত কালের অন্ধকার গর্ভে অবস্থান করছেন। জানি না কবে তাঁর মঙ্গল-শঙ্খ উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, জানি না কবে আমরা তাঁর পবিত্র পতাকা-তলে সমবেত হয়ে সত্য, শিব আর সুন্দরের শুভ পথে অগ্রসর হতে শিক্ষা করব। ঐ আবার কবি-ভায়া এসে জুটলেন!

[দিলীপের প্রবেশ]

এস, দিলীপ ভায়া! তোমাদের কৃষ্টি-সাধন সমিতির সৎকারের দেরী কত? চণ্ডীঠাকুরের বুঝি আর স্থান হচ্ছে না?

মুখুটি—চলুন, আমরা তবে এখন আসি। অন্য সময় আসা যাবে।

প্রকাশ—নমস্কার। আসবেন বৈ কি! কিছু মনে করবেন না যেন।

(মুখুটি, তলাপাত্র ও হোরের প্রস্থান)

দিলীপ—চণ্ডীঠাকুরকে নিয়ে তুমি তামাসা করছ প্রকাশ বাবু!

"না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব বল তারে।"

এ রকম একটা মধুর ভাবকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও? এটা কি একেবারেই তুচ্ছ।

(কল্যাণকুমারের প্রবেশ)

কল্যাণকুমার—নমস্কার! প্রকাশ বাবু, নমস্কার! যে জাতের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না, তার আসবার ভাব আবে কোত্থেকে দিলীপ বাবু? যাক্, প্রকাশ বাবু, আপনার কাছে একটু বিশেষ কাজে এসেছি।

প্রকাশ—হ্যাঁ, তা ত বুঝতেই পারছি। Life Insuranceএর agent —এরা বিনা স্বার্থে এক পাও কোথাও নড়ে না।

কল্যাণ—Life Insuranceএর agentকে এত সঙ্কীর্ণ ভাবে দেখেন আপনি? জানেন, ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রী বলেছেন যে তিনি জীবন-বীমার দালালগিরির বিনিময়ে মন্ত্রিত্বও ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

প্রকাশ—তা, তাঁকে কে এত মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছিল যে মন্ত্রিত্বই করুন, দালালগিরি করবেন না!

কল্যাণ—দেখুন, দালালরাই হলেন সত্যিকারের জাতির গঠনকারী। আপনার কাছে এসেছি আপনাদের জাতীয় কল্যাণ বিদ্যালয়ে যে নূতন শিক্ষক মহাশয় এসেছেন, তাঁকে দিয়ে যদি অন্ততঃ হাজার টাকার একটা—

প্রকাশ—নিশ্চয়ই পারব। অনেক টাকা মাইনে পান তিনি। মাসে মাসে ৩০টি করে টাকা, সোজা ব্যাপার নয়।

দিলীপ—এঁ্যা বলেন কি! যিনি মাত্র ৩০৲ টাকা উপায় করেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখনি তাঁকে আমার কবিতা-বিভাগে ভর্ত্তি করে নিতে হবে। বাস্তব জগৎ থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে এক সুদূর কল্পনা-লোকে। তবে যদি তিনি শান্তি পান। যাই, ছুটে যাই। তাঁকে মুক্তির বার্ত্তা শুনিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

প্রকাশ—(স্বগতঃ) এই কবি-ভায়াটির মাথায় বিশেষ রকমের ছিট্ আছে।

কল্যাণ—চলুন, আমিও আপনার পিছু পিছু যাচ্ছি। জীবন-বীমাই তাঁকে মুক্তি দেবে—কবিতা নয়, দর্শন নয়, ভাষা নয়।

(প্রস্থান)

প্রকাশ—কবি আর দালালের ঘোড়-দৌড় সুরু হয়েছে। মজা মন্দ নয়! ভদ্রলোক এখন প্রাণে বাঁচলে হয়!

(প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি গ্রাম্য হাটের একাংশ

[জনৈক দাঁতের মাজন বিক্রেতা]

গান

দাঁতের মাজন চাই বাবুরা,
দাঁতের মাজন চাই,
তিন ভুবনে এমন ওষুধ
কারোর কাছেই নাই।
নড়্‌বড়ে দাঁত শক্ত করে,
গোড়ায় যদি রক্ত পড়ে—
এক নিমেষে ব্যারাম যত
আরাম হবে তাই ;
দাঁতের মাজন চাই ?
বাটুলিওলার মাজন এটা—
এই যে আমার হাতে ;
এমন দাওয়াই হয় না রে ভাই
বিশ্ব দুনিয়াতে ;
দাঁতের পোকা পালিয়ে যাবে,
দন্তশূলে আরাম পাবে,
দাঁতের বাহার বাড়বে কত,
বাড়বে যে চেক্‌নাই ;
দাঁতের মাজন চাই ?

আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক—কি ইতর, কি ভদ্র—সকলেই অকালে মারা যাচ্ছেন। অধিকাংশ লোকেই আবার মাথা ধরা, মাথা ঘোরা রোগে, অন্ন-জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, দিনেব পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি—না ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন। শুধু কি তাই? অনেকে আবার উদরাময়, আমাশয়, পেট ব্যথা, পেট কনকনানি রোগে ভুগছেন। এইখানেই শেষ নয়। আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা, শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, আমাদের মা লক্ষ্মীরা পর্য্যন্তও অকালে চশমা ধরতে বাধ্য হয়েছেন। জানেন এর কারণ কি? এর কারণ, একমাত্র কারণ—দাঁত।

[সকলের হাস্য]

খিল্ খিল্ করে হাসবেন না। দেশের কথা একবার ভাবুন। বাঙ্গালার আজ মহা দুর্দ্দিন। ঘোর দুর্দ্দিন। ঘরে ঘরে দাঁতের পীড়া—দাঁতের ব্যথা।

জনৈক শ্রোতা—ঠিক বলেছেন ভাই, কাল সারা রাত্তির দাঁতের জন্যে একটুও ঘুমুতে পারিনি। উ হু হুঃ! অসহ্য, মলাম—গেলাম।

[কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল]

২য় শ্রোতা—গেল গেল, পেট গেল—উঃ হুঃ হুঃ হুঃ!

মাজন বিক্রেতা—ঐ, ঐ একই কারণ, বদ হজম। দাঁতের দোষ। দেখি, একবার হাঁ করুন ত, আপনার দাঁত দেখি! (২য় শ্রোতা দাঁত দেখাইলেন) এই দেখুন, মশায়রা এর দাঁতের কি দুর্দ্দশা! মাড়ি ফুলে গিয়েছে। গোড়া দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। এখন দেখুন, এই অবস্থায় কি কোনই প্রতিকার নাই? যেথা মুস্কিল, সেথা আসান। [বাক্স] হইতে এক বাক্স মাজন বাহির করিল এবং সকলকে দেখাইয়া

বলিল) দেখুন, এই ক্ষুদ্র শিশি। ক্ষুদ্র বলে ঘৃণা করবেন না। এতে আছে ডাক্তার বাটলিওয়ালার সুবিখ্যাত দাঁতের মাজন "দন্ত-ধাবন চূর্ণ।" বহু অর্থব্যয়ে, বহু গবেষণা ও মাথা ঘামানোর ফলে দাঁতের এই ধন্বন্তরি মাজন বেরিয়েছে। আসুন, সকলে পরীক্ষা করুন।

[সকলকে একটু একটু প্রদান করিল]

নীহার বাবু হাটের এক প্রান্তে এক গাইট কাপড় ও তৈরী পোষাক লইয়া বিক্রয় করিতেছেন]

জনৈক ভদ্রলোক ক্রেতা—এ সবই কি আপনার নিজের তৈরী ?

নীহার—আজ্ঞে, কতক আমার নিজেরই তৈরী, কতক হাওড়া হাট থেকে কিনে আনা। তা ছাড়া, আমার দোকানের দরজীর কাজও অনেকগুলো।

জনৈক ভদ্রলোক—তা বেশ হয়েছে। দামও বেশ সস্তা। আপনি কি এই ব্যবসায়ই করেন ?

নীহার—আজ্ঞে, কি আর করব ? চাকুরির যে বাজার পড়েছে ! এই ছয়-সাত মাস থেকে এই ভাবে নিজেই হাটে হাটে বিক্রী করি। আগেই ত লোক রাখতে পারছি না।

ভদ্রলোক—তা বেশ। আমাকে আপনি এক ডজন ফ্রক দিন। আবার যেদিন আসবেন আরও কিছু কিনব। আজ ত বেশী পয়সা নেই।

নীহার—বেশ, নিন। আপনার যেগুলো পছন্দ হয়।

[নীহার বাবুর দোকান হইতে অনেক ভদ্র ও অভদ্র কাপড় ও পোষাক কিনিলেন]

(জনৈক সাবান স্নো ইত্যাদি বিক্রেতার গান)

এন্, মুখার্জির আস্‌লী সাবান
যাননা বাবু দেখে,
হক্‌চকিয়ে যাবেন বাবু
এমন সাবান মেখে ;
হবে না আর খোস-পাঁচ্‌ড়া,
শক্ত হবে হাড়-পাঁজ্‌রা ;
কালোমাণিক ফর্সা হবে,
ভরসা এবার থেকে ;
'নমুনা' এই বিনামূল্যে,
এমন জিনিষ কভু ভুল্‌লে
পস্তাতে ঠিক হবে সবার
বল্‌ছি ডেকে ডেকে।

এই দেখুন মশায়রা, Ashli Soap Factoryর দেশী সাবান। এতে সোডা মোটেই নেই। একটু জলের সংযোগে পরিষ্কার ফেনা হবে। দেশী—সম্পূর্ণ দেশী। যদি দেশের উন্নতি চান, তবে কুটীর-শিল্পকে জ্যান্ত করে তুলুন। সস্তা জাপানী মালে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। তার ফলে দেশে কত রকম রোগ ছড়িয়ে পড়েছে! সোনার বাংলা আজ ছারখারে গেল। এর কি কোন উপায় নাই? আছে—আছে। বাইরের চাকচিক্যে ভুলবেন না। চাকচিক্য দু'দিনের। তারপর আবার দেখুন, এই কোম্পানীর আর একটা নূতন আবিষ্কার, সম্পূর্ণ নবতম অবদান, আস্‌লী স্নো।

খস্‌খসে মুখ উজ্জ্বল করে, সৌন্দর্য্য-শ্রী বাড়িয়ে দেয়।

[সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর গালে স্নো লাগাইয়া দিল]

এবারে আর একটা মাত্র জিনিষ আপনাদের দেখিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করব। মনে রাখবেন, বক্তৃতার দিন অনেক দিনই চলে গিয়েছে। এ স্বদেশী যুগ। প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে হবে আমাদের গলদ কোথায়! এই জিনিষটা হচ্ছে বিশুদ্ধ 'গণ্ডার মার্কা কাঁচা কৃষ্ণ তিল তৈল।' এ অতি বিশুদ্ধ তেল। তিসি নয়—সরষে নয়। ১২০৲ টাকা মণের তিল। সুদূর বরিশাল জেলা হতে আমদানী বিশুদ্ধ তিল তৈল। এতে ভেজাল নেই। শুধুই তিল। আপনারা জানেন মুড়ি আর ভুঁড়ি—এই দু'টোকে শান্ত রাখতে পারলেই দুনিয়াটাকে দেখবেন রঙীন চোখে। এই তিল তৈল নিয়মিত ব্যবহারে মস্তিষ্ক ভাল থাকবে। শুভ্র কেশ কৃষ্ণ হবে। পুরাতন টাকে নূতন ঘন কৃষ্ণ কেশদাম গজিয়ে উঠবে। এই তৈলের শক্তি অসাধারণ। ফলেন পরিচীয়তে।

[কয়েকজন কৃষক নীহার বাবুর দোকানে উপস্থিত]

১ম হিন্দু কৃষক—হ্যাদে সাত বছর ছাওয়ালের একটা সামিজ হ্যাবেন ত দোহানদার!

নীহার—ছেলের ত সেমিজ হয় না।

১ম হিঃ কৃঃ—ঠিক বল্যাছ দোহানদার। আমারই ভুল। একটা কামিজ হ্যাহাও ত!

নীহার—কি রংয়ের হবে?

১ম—হিঃ কৃঃ—এই ধলা রংডা বাদ দিয়ে।

[একটা লাল রংয়ের শার্ট দিলেন]

এই বেশ রুঙা হয়েচে। হ্যাদে, এর দাম ন্যাবানে কত?

নীহার—দাম ছয় আনা।

১ম কৃঃ—এহন ত্যাওয়া ন্যাওয়া হবিনি কতই, হ্যাদে, তাই কন্ দেহি।

নীহার—আমার দোকানের সব জিনিষেরই এক দর।

১ম কৃঃ—তা কি কহন হতি পারে? আমরা শ্যাটজীর কাছে নিই। তিনি কত পয়সা ছাড়া দেয়।

২য় হিঃ কৃঃ—অরে ভদ্দর নোহের সাথে দাম দস্তরী নেই। শ্যাটজীর কাছে য়্যার দাম আবার ৮০ আনা। তা ঠাহর রাহ?

১ম হিঃ কৃঃ—ভ্যাজর ভ্যাজর করিস ক্যান্? তুই এক পয়সাও কি কম হবিনানে ?

২য় কৃঃ—ত্যাখচ না বাবুর বিক্রী কত? এক বোজা মাল আনিছিলো, সব ফুরিয়ে গেল। অত লাভ করলি কি ব্যবসা থাকে?

১ম কৃঃ—সাঁজের ব্যালা আর দর করবান না বাবু। দু'ডো পয়সা কম দিতেছি। ন্যান্, ন্যান্।

নীহার—আজ্ঞে তা পারব না। আপনি আর একটা নিন। এই যে, এইটে পাঁচ আনায় পাবেন।

১ম কৃঃ—ধরেন, ধরেন। একটা পয়সাই কম ন্যান্?

নীহার—আজ্ঞে না, পারব না। ক্ষমা করবেন।

১ম কৃঃ—ত্যান বাবু। আর কি করব! হ্যাদে বেলা পড়ে গেল।

[একটি শার্ট লইয়া ছয় আনা পয়সা দিল]

[প্রস্থান]

অনেক দূরের পথ রে বাবা!

নীহার—এবারে আমিও যাই। অনেকটা পথ যেতে হবে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বঙ্গীয় কৃষ্টি-সাধন সমিতির কার্য্যালয়

[সরোজ, দিলীপ, বিপিন বাবু]

সরোজ—তোমার বিভাগের অবস্থা কেমন ভাই দিলীপ ?

দিলীপ—বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

বিপিন—সোজা কথায় বল, ষোল আনাই পণ্ডশ্রম। শতকরা একশো ভাগই ব্যর্থ। মক্কেল মোটেই জুট্ছে না।

সরোজ—ভাল কথা মনে প'ড়েছে। ও বছর যে M. A. পাশ ভদ্দরলোক আমাদের সমিতিতে এসেছিল, তাঁকে দেখি প্রায়ই হাওড়ার হাটে ঘোরাফেরা করতে। চেহারাও বেশ যেন একটু চিক্নাই দিয়েছে।

দিলীপ—তা হ'তে বাধ্য। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার ভিতর কবিত্ব-শক্তি লুকিয়ে ছিল। এখন সেই শক্তির বিকাশ পেয়েছে। তাই হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। আর বাহুতে পেয়েছে সে অসীম কর্ম্মশক্তি।

সরোজ—সে হোলো দর্শন শাস্ত্রের এম-এ, আর হয়ে গেল কবি ! কী চমৎকার তোমার অনুমান করবার ক্ষমতা !

বিপিন—না হে না, ভাষাই তাকে মানুষ করেছে। সে দর্শনের হেঁয়ালী ছেড়ে সহজ সরল—একেবারে ষোলো আনা গ্রাম্য ভাষা শিখে শতকরা একশো ভাগ বাবুগিরি ছেড়ে নেমে পড়েছে ব্যবসায়। সে আমার বিভাগেরই সভ্য হবার উপযুক্ত। আমি আজন্ম যে সাধনা করে এসেছি, তার সিদ্ধি দেখতে পেয়েছি ঐ দর্শন শাস্ত্রের M. A. র মধ্যে।

দিলীপ— "আমার এ প্রেম নয়তো ভীরু
নয় ত হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুজল ?"

ঐ দেখ, আমি কবির চোখে দেখতে পাচ্ছি—আমার বন্ধু—Philosophyর M. A.—নীরবে অশ্রু মোচন কর্চ্ছে। এস, এস, বন্ধু!

[প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় প্রকাশ বাবু সেই পথ দিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রকাশ বাবু দিলীপকুমারকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার গতি রোধ করিলেন।]

প্রকাশ—ভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি, প্রেম-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কোথায় চলেছ ভাই চণ্ডীদাস? সমিতির আজ এ দুরবস্থা কেন? আর বুঝি তেমন মক্কেল টক্কেল জুটছে না?

দিলীপ—

"গান দিয়ে কি তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চির দিবস মোর জীবনে"—

তুমি জান কি প্রকাশ বাবু, আজ আমার সাধনার সিদ্ধি হয়েছে! সেই Philosophyর M. A এক দিন এসেছিল যে বুকভরা আশা নিয়ে, প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে, কিন্তু তুচ্ছ চাঁদার অভাবে যার কবিতার উৎস প্রকাশ পায় নাই—আজ তার সন্ধান পেয়েছি। সে আজ ব্যবসায়ী। কবিতা-লক্ষ্মী তাঁর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। নৃত্য আর গীতই তাঁকে মানুষ করেছে।

প্রকাশ—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই সারা বছর ধরে দুপুর বেলা, খাঁ খাঁ করছে রৌদ্রের মধ্যে, মহা আনন্দে,

শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে হাওড়া হাট, আর হাওড়া হাট থেকে শিয়ালদা ষ্টেশন—এই করে তবেই ত আজ সে দু'পয়সার মুখ দেখতে পেরেছে! নাচ আর গান না জান্‌লে কি এমন তাঁতের মাকুর মত এধার-ওধার করতে পারে,—চরকির মত এমন ঘুরপাক খেতে পারে!

সরোজ—দর্শন, দর্শন, দর্শনই তাকে মুক্তি দিয়েছে। কবিতা নয়, নৃত্য নয়, সঙ্গীত নয়। দর্শনই তাকে দিয়েছে দিব্য জ্ঞান।

প্রকাশ—আর সেই দিব্য জ্ঞান পেয়ে সে এখন বুঝতে পেরেছে অর্থই এই বিংশ শতাব্দীর যুগে একমাত্র বল—সাহিত্য নয়, দর্শন নয়।

সরোজ—কি, তুমি আবার আমার দর্শনের নিন্দে করছ?

প্রকাশ—আরে রাখো ভাই তোমার দর্শনশাস্ত্রের বিদ্যে। এখন যদি দু'টো পেটে খেতে চাও, তবে ও-পথ ছাড়। বস্তুজগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্কৃতির কল্পলোকে বিচরণ করে, আর দেশের দারিদ্র্যের বোঝা বাড়িও না। অর্থনীতির দিকে একটু একটু মন দাও। হাঁ, যাকে তোমরা Philosophyর M. A. বলছ সে কে জান? তার নাম শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ব্রাহ্মণের ছেলে। এই আজ সকালেই তার কাছ থেকে এই চিঠি এসেছে।

সকলে—(ব্যস্ত হইয়া) কি, কি, আমাদের কোন নিন্দে করে নি ত?

প্রকাশ—না, না, উল্টে তোমাদের নিমন্ত্রণই করেছে সে। আমাকে জানিয়েছে যে, নিজের চেষ্টায় দেশে বেশ সুন্দর একটা জামা-কাপড়ের দোকান করেছে। এই শুভ পয়লা বৈশাখে তার দোকান-ঘর উদ্বোধন করা হবে। আমার উপরই সেই ভার দিয়েছে সে। তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ করে লিখেছে। কেমন যাচ্ছ তো?

সরোজ—আমি দার্শনিক, সেও দার্শনিক; আমাকে না লিখে তোমাকে লিখল কেন? তোমার সঙ্গে তার পরিচয়ই বা কবে হল?

প্রকাশ—তবে শোন। আমার অফিসে সে একবার ৩০৲ টাকা বেতনে চাকুরি করতে চেয়েছিল। আমি তাকে কাজ দিই নাই। আমি জানতাম ঐ সমস্ত শিক্ষিত লোক হয়ত একদিন বড় হতে পারবে, কিন্তু তাকে যদি তিরিশ টাকা দিয়ে কলম পিষতে বলা হত, তবে তার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হত।

সরোজ—দর্শনের অপমান! দরজীর ব্যবসাই যদি ছাই করবে, তবে Philosophy পড়ে M. A. পাশ করা কেন?

প্রকাশ—এতটুকু জিনিষও বুঝবার শক্তি তোমার নেই? লেখা-পড়া শিখে যদি কেউ ব্যবসা করতে আরম্ভ করে, তাতে ক্ষতি কি? সবাইত আর I. C. S., B. C. S. হবে না?

দিলীপ—আমরা নিশ্চয়ই যাবো—

"কর্ম্ম যখন প্রবল আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়-প্রান্তে হে নীরব নাথ,
শান্ত চরণে এস।"

আজ আমাদের কর্ম্মের আহ্বান এসেছে। বেশ ভাই প্রকাশ, আমরা সবাই যাবো।

প্রকাশ—কি ভায়া, বৈষ্ণব কবিদের ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত কবে থেকে হলে?

দিলীপ—রবীন্দ্রনাথই এ যুগের স্রষ্টা। তিনি একাধারে কবি, কর্ম্মী ও ব্যবসায়ী। তাঁরই আদর্শ আজ জগতের আদর্শ।

বিপিন—বিদ্রোহী, নেমকহারাম! তুমি আমাদের সমিতির ষোলো আনা নিয়ম লঙ্ঘন করেছ। আজ থেকে সমিতির খাতা থেকে তোমার নাম কাটা গেল।

দিলীপ—সেই ভাল। তুমি তোমার ভাষার সংস্কার নিয়ে থাক। সরোজ ভায়া "তৈলাধার পাত্র" কি "পাত্রাধার তৈল" নিয়েই থাকুক। চল ভাই প্রকাশ, আজ পুরুষকারের জয়ের দিন এসেছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

সরোজ—এ যে সত্যি সত্যিই চলে গেল, বিপিন ভায়া।

বিপিন—কোথায় যাবে বাছাধন? নির্ঘাত আবার ফিরে আসবে দেখে নিও।

সরোজ—তা যদি সে নাই ফিরে, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখ। ঘরের খেয়ে আর বনের মোষ কতদিন তাঁড়াবে?

বিপিন—ঠিক বলেছ ভাই, ষোলো আনাই ঠিক। এতদিন তোমাকে কিছুইত বলিনি। বাড়ী যাওয়া আমার এক রকম দায় হয়ে পড়েছে।

সরোজ—বাবা আমায় বলেন এত বয়স হয়েছে, আর কতদিন বসে বসে খেতে দেবেন!

বিপিন—আমারও ঠিক সেই অবস্থা ভাই। আজই হয়ত গিয়ে দেখবো বাড়ীর কপাট বন্ধ,—প্রবেশ নিষেধ। ষোলো আনাই নিষেধ।

সরোজ—তা হলে কি ব্রহ্ম মিথ্যা, আর জগৎই সত্য?

বিপিন—না-না, ওসব চিন্তা আর করে দরকার নেই ভাই। ব্রহ্মও সত্য আর জগৎও ষোলো আনা না হোক্, অন্ততঃ আট আনা সত্য। জগতে ষোলো আনা ভদ্রভাবে বাঁচতে হলে যতটুকু অর্থ উপার্জ্জনের

দরকার, মাত্র ততটা উপায় এখন আমাদের করতেই হবে, তারপর না হয় তুমি দর্শনের চর্চ্চা কর আর আমি করি ষোলো আনা ভাষার চর্চ্চা।

সরোজ—তাই হোক্। চল, আমরাও তবে দিলীপ ভায়ার পিছু পিছু যাই। দেখি সেই বা কি করে!

চতুর্থ দৃশ্য

সভামণ্ডপ

সুসজ্জিত দোকান-গৃহ

[দূরে নহবৎ বাজিতেছে। সভাপতি প্রকাশ বাবু ও তৎসহ কবি দিলীপকুমার প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা-সঙ্গীত ও মাল্য প্রদান শেষ হইলে সভাপতির অভিভাষণ আরম্ভ হইল।]

গান

স্বাগত, স্বাগত, সুধীজনগণ,
এ দীন কুটীর-দ্বারে,
তুষিব সবারে কোন্ আয়োজনে,
বরিব কি উপচারে?
পুণ্য প্রভাত তোমাদের তরে
তরুণ তিলকে শোভে অম্বরে,
আকুল বিহগ কল-কাকলিতে
বন্দিছে বারে বারে।

ক্ষুদ্র আমরা, নাহিক শকতি,
নিবেদন করি প্রাণের ভকতি,
হে মহা অতিথি, লহ প্রেম-প্রীতি
গীতি-গাঁথা সহকারে।

প্রকাশ—সমবেত ভদ্র-মণ্ডলী! আজ আপনারা আমাকে এই সভায় সভাপতির আসনে বরণ করে যে সম্মান দেখিয়েছেন, সে জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আপনারা আমার আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজিকার এই উৎসব নূতন বাংলার এক নব যুগের সূচনা কচ্ছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পৃথিবীর সমস্ত জাতির পশ্চাতে—এই অপমান অপনোদনের সময় আজ এসেছে। শিক্ষিত ভদ্র সন্তান দাসত্বের মোহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ব্যবসায়ীর স্বাধীন জীবন অর্জ্জনের জন্য আজ সচেষ্ট। ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান শ্রমের মর্য্যাদা-জ্ঞান। আজ সত্য সত্যই বাঙ্গালী বুঝতে পেরেছে তাদের চিরাচরিত জীবন-যাত্রার প্রণালীর পরিবর্ত্তন চাই। তরুণ বাংলার আদর্শ শ্রীমান্ নীহার-রঞ্জনের অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী যুবক-সমাজের চরম আদর্শ হউক। আশীর্ব্বাদ করি, আজ বাংলার এই ক্ষুদ্র সহরে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল, কালক্রমে তা একটি বিরাট ব্যবসায়-কেন্দ্রে পরিণত হবে।

[ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি, প্রকাশ বাবু দোকান-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন।]

নীহার—(দুইটি ছেলেকে দেখাইয়া) এই ছেলে দু'টি এই গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়ে এবং আমার এই দোকানে শিক্ষা-নবিসী করে।

প্রকাশ—সত্যিই এ জীবনের লক্ষণ—আশার কথা। তোমরা কোন্ ক্লাশে পড় খোকা ?

১ম ছাত্র—আমরা দু'জনাই ক্লাশ নাইনে পড়ি।

প্রকাশ—তোমরা দোকান-ঘর ঝাঁট দিতে পার ?

নীহার—এরাই ত সব করে। নীচুকাজ বলে এদের কোন অপমান নেই।

প্রকাশ—(ছাত্রগণের পিঠ চাপড়াইয়া) এই ত চাই! পৃথিবীর যাঁরা বড় বড় ব্যবসাদার, সবাই প্রথম জীবনে তোমাদের মতনই শিক্ষানবিসী করেছিলেন। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা ব্যবসায়ে উন্নত হও।

[বিপিন ও সরোজের প্রবেশ]

কি, তোমরা কোথেকে ?

সরোজ—দেখতে এলাম এই Philosophyর M. A.র কাণ্ডটা। একেবারে অবাক্ করে দিলে যে! এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার!

বিপিন—ষোলো আনাই অসম্ভব!

সরোজ—আমরা ঠিক করেছি, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও দর্শন আর ভাষার চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে অর্থনীতির চর্চ্চা করব।

প্রকাশ—"উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"। এ অতি সাধু সঙ্কল্প। আমি জানি তোমাদের প্রত্যেকেরই যা পৈতৃক ব্যবসা আছে, অন্য কিছু না করে যদি সেই দিকেই মনোযোগ দাও, তা'হলেও দেশের অর্থ-সম্পদ অনেক বেড়ে যাবে। তোমাদেরও গৌরব বাড়বে।

বিপিন—আমরা তাই করব ঠিক করেছি। নীহার বাবু M. A. পাশ করে যদি মোট ঘাড়ে করতে একটুও লজ্জা না পান, তা হলে আমাদের আর গর্ব্ব করবার কি আছে?

দিলীপ— "আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।"

মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর জীবনে আজ অসীম কর্ম্মোৎসাহ জেগে উঠেছে। বন্ধুগণ, আজ সত্যই বড় আনন্দের দিন। বাঙ্গালী আজ নূতন পথের সন্ধান পেয়েছে।

প্রকাশ—তোমাদের আশা-ভরসা সার্থক হউক। কর্ম্মজীবনে তোমাদের চরিত্র নির্ম্মল হউক, সঙ্ঘশক্তি গড়ে উঠুক। বাঙ্গালীর মুক্তিপথের অভিযান আরম্ভ হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, সে অভিযান জয়যুক্ত হউক। নতুন আলোয় বাঙ্গালীর যাত্রা-পথ চির-উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

যবনিকা।